ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১৫তম সংখ্যা

৩১ শ্রাবণ ১৪২৩, ১৫ আগস্ট ২০১৬

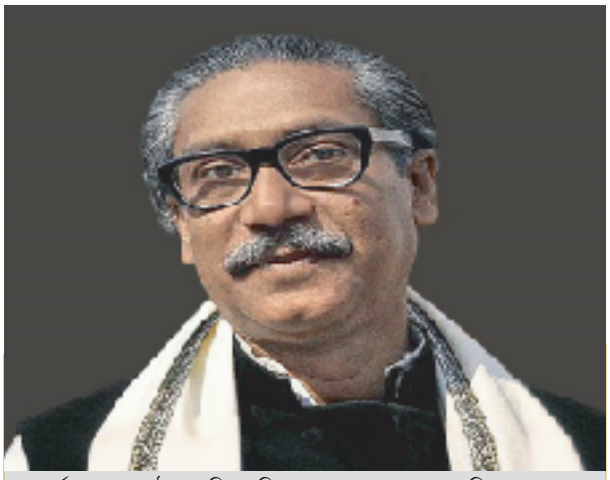

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী

আজ জাতীয় শোক দিবস

আজ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী। যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে : আজ ১৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভবন ও হলসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল ৭:৪৫টায় উপাচার্যের বাসভবনে সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, প্রভোস্ট, ওয়ার্ডেন, প্রক্টর, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জমায়েত, সেখান থেকে সকাল ৮.০০টায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। সকাল ১০.০০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া, বাদ যোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়াসহ, প্রত্যেক হল ও আবাসিক এলাকার মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আজ ১৫ আগস্ট ২০১৬ সোমবার সকাল ১০:০০টা থেকে ১১:৩০টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ক্যাফেটেরিয়ায় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ও আবাসিক এলাকাসমূহের শিশুরা অংশগ্রহণ করবে। মোট তিনটি গ্রুপে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে: গ্রুপ-ক শিশু থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত, বিষয় : উন্মুক্ত; গ্রুপ-খ তৃতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত, বিষয় : বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং গ্রুপ-গ সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত, বিষয় : বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ। প্রতিযোগীদের পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার চক্রান্ত উদ্‌ঘাটনএবং ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে কমিশন গঠন করুন - উপাচার্য

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার চক্রান্ত উদঘাটন এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে চিহ্নিত করতে একটি কমিশন গঠন করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। গত ১ আগস্ট ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় আর সি মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে "বাংলাদেশের রাজনীতি: না জানা কিছু কথা" শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ। মূল আলোচনায় মহিউদ্দিন আহমদ বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং স্মৃতিচারণ থেকে ১৯৭৩ সালের পর থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির নানা ঘটনার নেপথ্যের অনেক অজানা তথ্য তাঁর লিখিত বক্তৃতায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় ও সিভিল সোসাইটির প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার সুযোগে বিদেশী বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংস্থা কিংবা রাষ্ট্র রাজনীতির ময়দানে প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রীয় পট পরিবর্তনে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়।

উপাচার্য তাঁর বক্তৃতায় আগস্ট মাসের শুরুতে স্মরণ করেন ১৫ আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তাঁদের প্রতি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা কেবলমাত্র হত্যাকাণ্ড নয়, তা জাতিগত অস্তিত্বের সাথে জড়িত। তাই এ ঘটনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। অনেক তথ্য আজও অজানা, অনেক তথ্য আজও অনেকের স্মৃতিতে রয়েছে। সেই সব তথ্য উদঘাটন করে ষড়যন্ত্রের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। সে বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে সম্মিলিত প্রয়াস নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে জনগণের সামনে কমিশনের রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হবে বলে উল্লেখ করেন।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্যাম্পাসে জঙ্গিবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচী

জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, 'জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে অশুভ শক্তিকে।' হোলি আর্টিসান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার ১ মাস পূর্তি উপলক্ষে গত ১ আগস্ট ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জঙ্গিবাদ বিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন'র কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়।

মানববন্ধন কর্মসূচীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অফিসার্স এসোসিয়েশন, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি এবং ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এ সময় সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর এবং অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত কোরিয়ান ইয়ং হা গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদল মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা তাদের স্ব স্ব ব্যানার সহকারে মানববন্ধনে যোগ দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস, এই মাসে জঙ্গিবাদকে নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। যারা সরাসরি এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত, যারা ঘটিয়েছে, আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতা, যারা অর্থায়ন করে, তারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না, এই অমানুষদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে, পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে, এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। ১৬ কোটি মানুষের দেশে এদের সংখ্যা একেবারেই নগন্য, এদের কার্যক্রমকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব কিছু নয়, শুধু প্রয়োজন আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান এবং আজকের এই মানববন্ধন প্রমান করে যে আমরা কতোটা ঐক্যবদ্ধ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শহর বন্দর গ্রামে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে জঙ্গী ও সন্ত্রাস নির্মূল করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অসাম্প্রদায়িক। মুক্তিযুদ্ধে এক কাতারে সব মানুষের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে এই দেশ অসাম্প্রদায়িক এবং আমরা শান্তিকামী মানুষ। সুশিক্ষাকে ধারণ করে আলোক প্রজ্বলনের মাধ্যমে দেশকে, সমাজকে তথা পৃথিবীকে আলোকিত করে জঙ্গিবাদ নির্মূল করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উল্লেখ্য, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ২৫ জুলাই ২০১৬ সোমবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পেলেন ৬ ছাত্রী

২০১৫ সালের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের ছাত্রী মাসুমা "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক" লাভ করেছেন। এছাড়া, বিভিন্ন বিভাগের ৫জন ছাত্রীকে "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বৃত্তি" প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- শাহাজাদী (ইসলামিক স্টাডিজ), মুনিরা বিনতে ইকবাল (লোক প্রশাসন), মুনিরা মাসরুরা (ইতিহাস), নাবিলা জাহান জয়ী (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) এবং সাদিয়াতুন রাস্না ইতি (উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ)। গত ৮ আগস্ট ২০১৬ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী ছাত্রীদের হাতে স্বর্ণপদক ও বৃত্তির চেক তুলে দেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। "নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতার। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির আহবায়ক শাহানা নাসরীন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ২৭ জুলাই ২০১৬ ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধু ভবন মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ বৈকল্য (কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস) বিভাগের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিশু মনস্তত্ত্ববিদ ও অটিজম বিষয়ক বাংলাদেশ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সায়েমা ওয়াজেদ হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ও লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আখতার হোসেন। ছবিতে অতিথিদের সাথে বিভাগের শিক্ষার্থীদের দেখা যাচ্ছে।

প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা স্মরণে শোকসভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার স্মরণে এক শোকসভা গত ৪ আগস্ট ২০১৬ ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাফিজা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম। এছাড়া, অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার ভাই ড. এম. আসাদুজ্জামান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুব, অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম নাজেম, অধ্যাপক ড. নাজনীন আফরোজ হক এবং অধ্যাপক ড. মো: শহীদুল ইসলাম।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিক্ষক ও গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ছাড়াও বিভিন্ন কমিটিতে সম্পৃক্ত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। এছাড়া, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা। তাঁর স্মৃতিকে আমাদের ধরে রাখতে হবে বলে উপাচার্য মত প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা গত ১৩ জুন ২০১৬ তারিখে রাজধানীর একটি হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন।

অধ্যাপক আ ফ ম খোদাদাদ খান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক আ ফ ম খোদাদাদ খানের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩ আগস্ট ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক আ ফ ম খোদাদাদ খান ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গণিতবিদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অত্যন্ত মেধাবী ও জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও একাডেমিক দায়িত্বশীল পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। উপাচার্য মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক আ ফ ম খোদাদাদ খান ১৯৩২ সালের ১ নভেম্বর ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৩ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে বিএসসি অনার্স এবং ১৯৫৭ সালে ফলিত গণিত বিভাগ থেকে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব অরিজনা থেকে গণিতে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন।

অধ্যাপক খোদাদাদ খান ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৭৮ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৮৯ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ২০০২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যক্ষ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। অধ্যাপক খোদাদাদ খান ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসর গ্রহণের পর বেসরকারি ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের গণিত বিভাগে শিক্ষকতা করছিলেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক আ ফ ম খোদাদাদ খান গত ২ আগস্ট ২০১৬ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদুল জামিয়ায় নামাজে জানাজা শেষে তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যার চক্রান্ত উদ্‌ঘাটনে কমিশন গঠন করতে হবে-উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য আরও বলেন, জনগণ তথা জাতি জানতে চায় তাদের জাতির পিতাকে কেন হত্যা করা হয়েছে। ’৭৫-এর পনেরো আগস্টের নেপথ্যে ছিল হঠকারী রাজনৈতিক নেতৃত্ব- তাদেরই কর্মকাণ্ডে তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পটভূমি। সত্য উদঘাটন করার মাধ্যমে কমিশন প্রদত্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তা ইতিহাসের অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সত্য অন্বেষণ করা। এ ধরণের একাডেমিক আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্য অনুসন্ধানের কাজ অব্যাহত থাকবে বলে উপাচার্য আশ্বাস প্রদান করেন।

উপাচার্য তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের সহিংসতা এবং জঙ্গিবাদকে তারুণ্যের শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে, প্রতিহত করতে হবে। এর সাথে তোমাদের আগামীর স্বপ্ন জড়িত, তোমরাই নেতৃত্ব দেবে দেশকে , সমাজকে। তাই তোমাদের শক্তি দিয়ে জাতিকে কন্টকমুক্ত করতে হবে, জঙ্গিমুক্ত করতে হবে দেশকে।

উপাচার্য বক্তাকে ধন্যবাদ জানান, নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টারের এ ধরণের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রের পরিচালককেও ধন্যবাদ জানান। নাজমুল করিমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

(১ম পৃষ্ঠার পর) উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শোকের মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু ঘাতকরা সেদিনই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাই বঙ্গবন্ধুকে হারানোর শোক সারাদেশের চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বেশি। তিনি বলেন, বঙ্গমাতা একজন গৃহবধু হয়েও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। স্বাধীকার আন্দোলনসহ নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি বিরল প্রজ্ঞার নজির স্থাপন করেছেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং যুদ্ধ শিশুদের পুনর্বাসনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি কৃতী ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

শেরে বাংলা স্মৃতি বৃত্তি প্রদান

গত ২২ জুলাই ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বরিশাল বিভাগ কল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে ‘শেরে বাংলা স্মৃতি বৃত্তি প্রদান ও সনদপত্র’ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক ও সনদপত্র তুলে দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য বলেন, শিক্ষার প্রসারে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে মানবতার পক্ষে সকলকে কাজ করে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বরিশাল বিভাগ কল্যাণ সংস্থার সভাপতি মোহাম্মদ ইসমাইল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মো. শাহ আলম এবং শেরে বাংলা স্মৃতি বৃত্তি কমিটি ২০১৬-এর আহ্বায়ক ড. এম কামাল উদ্দীন জসিম।

বিজয় একাত্তর হলে আইটি প্রশিক্ষণ ল্যাব উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হলে গত ৬ আগস্ট ২০১৬ হল মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় আইটি সোসাইটি এবং কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘ডেল’-এর যৌথ উদ্যোগে ‘আই টি প্রশিক্ষণ ল্যাব’ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ ল্যাবের উদ্বোধন করেন। বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘ডেল বাংলাদেশ’-এর কান্ট্রি ম্যানেজার মো. আতিকুর রহমান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ‘আই টি প্রশিক্ষণ ল্যাব’ প্রতিষ্ঠায় কম্পিউটার দিয়ে সহযোগিতা করায় ‘ডেল’ প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, একটা সময় ছিল যখন ভাবা হতো বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদেরই কেবল তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু সময় বদলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের এখন কম্পিউটার জ্ঞান প্রয়োজন। হল পর্যায়ে এ ধরনের প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ ত্বরান্বিত হবে। উপাচার্য ভবিষ্যতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল, বিভাগ, ইনস্টিটিউটে এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান খন্দকারকে সংবর্ধনা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান খন্দকারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গত ৩ আগস্ট ২০১৬ বিভাগীয় মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাকে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আবুল বাসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: ইমদাদুল হক বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. আবদুল আজিজ, অধ্যাপক ড. এম শাহাদাত মোর্শেদসহ বিভাগীয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীগণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়নে অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান খন্দকারের অনন্য অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন, তিনি একজন সৎ, নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও পূর্ণাঙ্গ ভাল মানুষ। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে এধরণের শিক্ষকের প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। জঙ্গিবাদকে দেশের একটি সংকট হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এবিষয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।

জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে চলচ্চিত্র শক্তিশালী হাতিয়ার- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেছেন, ‘জঙ্গিবাদ দমনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তবে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।’ গত ৬ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ আয়োজিত ‘৬ষ্ঠ চলচ্চিত্র কর্মশালা ২০১৬’-এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য আরও বলেন, চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যেটি সবসময় সৃষ্টিশীল হতে প্রেরণা দেয়। তরুণ সমাজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একেবারে ক্ষুদ্র একটি অংশ জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন এবং প্ররোচনা দেয়া হচ্ছে মন্তব্য করে উপাচার্য বলেন, কারা এই প্ররোচনা দিচ্ছে সেটা গোয়েন্দা সংস্থা জানে, আমরাও জানি। একটা সংঘবদ্ধ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এসব করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, আদর্শবোধ, মানবতাবোধের সঠিক মাত্রায় শিক্ষা দিতে পারিনি। এজন্য সহজে তাদের প্ররোচিত করা যায়। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, আমি নিশ্চিত তোমরা যারা এখানে বসে আছ তোমাদের দিনের পর দিন প্ররোচনা দিলেও তোমাদের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। নেলসন ম্যান্ডেলার উদ্ধৃতি দিয়ে উপাচার্য বলেন, ‘পরিবর্তনের হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। সেই শিক্ষাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।’

পরে উপাচার্য ‘৬ষ্ঠ চলচ্চিত্র কর্মশালা’য় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিইউএফএস’র সভাপতি আলী হায়দার।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

জাপানী বিজ্ঞানী

বন্যার পানিকে বিশুদ্ধ ও পানযোগ্য করার একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। জাপানী বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস সম্প্রতি এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। পানি বিশুদ্ধকরণ এই পদ্ধতি ও প্রযুক্তি শিগ্‌গিরই বন্যাদুর্গতদের মাঝে বিতরণ করা হবে। জাপানের অর্গানাইজেশন অব রিসার্চ প্রমোশন ফর ক্লিন আর্থ (ORPCE)-এর পরিচালক ড. তাকাহাসি মাছায়োসি গত ৩১ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎকালে এই তথ্য জানান। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস-এর প্রিন্সিপ্যাল সায়েন্টিস্ট ড. লতিফুল বারী উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সম্প্রতি গুলশানে এক জঙ্গি হামলায় জাপানী নাগরিকদের হতাহত হওয়ার ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবেই অতিথিপরায়ণ। রাতের খাবারের সময় রেস্টুরেন্টে এ ধরণের জঙ্গি হামলায় এদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

জাপানী বিজ্ঞানী ড. তাকাহাসি মাছায়োসি বাংলাদেশের জনগণকে অসাম্প্রদায়িক ও অত্যন্ত উদার হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেন, জঙ্গিগোষ্ঠী কতিপয় যুবকের মগজ ধোলাই করে এধরণের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। যা বাংলাদেশের জনগণের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তিনি হামলাকারী জঙ্গিদের পিতা-মাতাকে সবচেয়ে বড় ভিকটিম হিসাবে বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কোরিয়া প্রতিনিধিদল

কোরিয়ান কালচারাল সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক ডেভিড এ্যান-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়ংহা গার্লস হাই স্কুলের ১৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদল গত ১ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাৎ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন - দং হু জ্যাং, সিওন হিউক জ্যাং, মিন ইয়ং হ্যান, মিন সিও ব্যাক, দা রা উ, জু ইয়ান বাইক, চু ইয়ন কিম, ইউ জিম ইয়াং, জি ওয়ান লি, লিন জিউন, জুম জি জাং এবং মালগিওল স্যাম চা।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোরিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, বাংলাদেশ এবং কোরিয়ার মধ্যে চলমান সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পরে, কোরিয়া প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জঙ্গিবিরোধী মানববন্ধন কর্মসূচীতে যোগ দেন।

এডিবি প্রতিনিধিদল

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর সিনিয়র সোশ্যাল সেক্টর স্পেশালিস্ট ইসুকে তাজিমা-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১০ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন রায়োতারো হায়াশি, এলমা মোর্শেদা এবং মো: জাবেদ আলী সরকার।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পরিচালক মো: হাসানুল ইসলাম, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর পরিচালক উত্তম কুমার পাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা এডিবি'র সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "আইটি এইচআর হাব প্রকল্প" বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেন। এডিবি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কর্মপরিকল্পনা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়নে সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশের জন্য এডিবি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

জাপানের অর্গানাইজেশন অব রিসার্চ প্রমোশন ফর ক্লিন আর্থ (ORPCE)-এর পরিচালক ড. তাকাহাসি মাছায়োসি গত ৩১ জুলাই ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর সিনিয়র সোশ্যাল সেক্টর স্পেশালিস্ট ইসুকে তাজিমা-এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১০ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

কোরিয়ান কালচারাল সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক ডেভিড এ্যান-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়ংহা গার্লস হাই স্কুলের ১৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদল গত ১ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাৎ করে।

"উচ্চশিক্ষায় কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নেতৃত্ব" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (এআইবিএস) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে "উচ্চশিক্ষায় কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নেতৃত্ব" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গত ০৭ আগস্ট ২০১৬ আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, গত বছর আগস্ট মাসে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে "উচ্চশিক্ষায় কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নেতৃত্ব" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। এআইবিএস-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. গোলাম এম মাতবর চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এসময় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য, সিনিয়র শিক্ষক এবং ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, এসব প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষকদের গবেষণা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণালব্ধ জ্ঞানের নিয়মিত প্রকাশনা, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের বেতন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক স্কলারদের সঙ্গে শিক্ষকদের ফলপ্রসূ যোগাযোগ রক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার প্রস্তাব করা হয়।

গত ৪ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ-এর বার্ষিক তাঁবু বাস ও দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠান ২০১৬-এর উদ্বোধন করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন যুক্তরাষ্ট্রের 'মেরী ফ্রান মায়ার্স' পুরস্কারে ভূষিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজের পরিচালক ও অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের (বোল্ডার) 'ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস সেন্টার' থেকে প্রবর্তিত ২০১৬ সালের মেরী ফ্রান মায়ার্স (Mary Fran Myers) পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নারী ও দুর্যোগ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে অবদান রাখা ও জাতিসংঘের ইউএনআইএসডিআর (UNISDR)-এর 'Women Major Group'-এর সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য অধ্যাপক মাহবুবা নাসরীনকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়।

অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীনের 'নারীরা দুর্যোগের শিকার বা অসহায় নয় বরং দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রধান ভূমিকা পালন করে' - গবেষণালব্ধ এই তত্ত্বটি বহুল ব্যবহৃত ও সমাদৃত। তাঁকে একই সাথে শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে উল্লেখ করে পুরস্কার প্রদান কমিটি মন্তব্য করে যে - যে দেশটি প্রতিনিয়ত দুর্যোগের সম্মুখীন হয় সেখানে দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের মানুষ বিশেষতঃ নারীদের অবদানকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ড. নাসরীনের কঠোর পরিশ্রম ও অবিরাম একাগ্রতাকে স্বীকৃতি হিসেবে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের (বোল্ডার) 'ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস সেন্টার' থেকে ২০০২ সালে সেন্টারের সহ-পরিচালক ও সমন্বয়ক মেরী ফ্রান মায়ার্সের অকাল প্রয়াণের পর তাঁর নামে 'Gender & Disaster Network' এই পুরস্কার দিচ্ছে। মেরী ফ্রান মায়ার্সের নেতৃত্বে এই কেন্দ্রটি দুর্যোগ গবেষণায় স্বীকৃতি লাভ করে এবং সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে।

ঢাবি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন ও ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলামের 'E-Banking & E-Commerce' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান গত ৩১ জুলাই ২০১৬ অনুষদের ড. আবদুল্লাহ ফারুক কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্ণর ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী প্রমুখ।

ঢাবি বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে গঠিত কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক সংগঠন 'আপনজন' কর্তৃক 'আপনজন মেধা সহায়তা বিকাশ বৃত্তি প্রদান ও নবগঠিত কমিটির পরিচিতি' অনুষ্ঠান গত ৫ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল।

ঢাবি গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৬ জুলাই ২০১৬ 'আমাদের আধুনিকতা ও বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক সঙ্কট' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের সভাপতি ও প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে 'আমাদের আধুনিকতা ও বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক সঙ্কট' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার রায়।

‘গণমাধ্যম রুখবেই জঙ্গিবাদ, প্রিয় বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ৫৪ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২ আগস্ট ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। উপাচার্যের নেতৃত্বে র‌্যালিটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষার গুণগত মান যাচাই শীর্ষক কর্মশালা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের উদ্যোগে ইনস্টিটিউটশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি)-এর আওতায় শিক্ষার গুণগত মান যাচাই শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালা গত ৮ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষার মান নিয়ে কাজ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউটশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদেরকে শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং বিশ্ব পল্লীতে সকল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের মানবিক গুণাবলীরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

উপাচার্য আরও বলেন, মন থেকে সংকীর্ণতা, প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও কলুষতা দূর করে উদার মন-মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। এ কাজ নৈতিক শিক্ষা দিয়ে করতে হবে। সে জন্য পাঠ্যসূচীকে আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী করতে হবে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথায় দুর্বলতা আছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের স্ব স্ব দুর্বলতা চিহ্নিত করে তার সমাধান নিজেকেই করতে হবে।

ধর্মের নামে মানবতার বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করছে তাদেরকে দ্রুত সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে-উপাচার্য

ঢাকা থেকে প্রকাশিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল - ভিশন নিউজ ২৪.কম-এর উদ্যোগে গত ৮ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ‘জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে স্যোশাল মিডিয়ার ভূমিকা’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া, সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম এবং ভিশন নিউজ ২৪.কম-এর সম্পাদক সুজন হালদার।

প্রধান অতিথির ভাষণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ উত্থান মোকাবেলায় সমাজের সকল পেশার জনগণের প্রতি সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আজ ধর্মের নামে মানবতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, তা সম্মিলিতভাবে আমাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। অপরাধীদের দ্রুত সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্দিক আরও বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অসঙ্গতি ও দুর্বলতা আছে, যার ফলে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা দরকার। পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের সন্তানদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। জঙ্গিবাদ নির্মূলে গণমাধ্যম বিশেষ করে স্যোশাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অন্যান্য আলোচকবৃন্দ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ফেসবুক, ট্যুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সেলিমা-এমাজউদ্দীন স্বর্ণপদক প্রবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে “সেলিমা-এমাজউদ্দীন স্বর্ণপদক” প্রবর্তন করা হয়েছে। স্ত্রী’র স্মৃতি রক্ষার্থে এই স্বর্ণপদক প্রবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ ১৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ১ আগস্ট ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী এবং দাতার দু’ছেলে ও দু’মেয়ে উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিএসএস সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন ছাত্রীকে “সেলিমা-এমাজউদ্দীন স্বর্ণপদক” প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বর্ণপদক প্রবর্তনে আর্থিক অনুদানের জন্য সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে। তিনি অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদের প্রয়াত স্ত্রী সেলিমা আহমেদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, সেলিমা আহমেদ ১৯৩৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৬ সালের ১৯ মে ইন্তেকাল করেন।

ইতিহাস বিভাগে এ আর মল্লিক লেকচার হল উদ্বোধন

গত ৪ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে ‘এ আর মল্লিক লেকচার হল’ উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এ সময় তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে নতুনভাবে সজ্জিত কক্ষটি পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান সোনিয়া নিশাত আমিনসহ বিভাগের শিক্ষকেরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সেমিনার হলের নামকরণ করা হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ আজিজুর রহমান মল্লিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ছিলেন। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় তিনি অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স

ফিজিক্যালি-চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে গত ৩ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি সাইবার সেন্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য দেড় মাসব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কোর্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ফিজিক্যালি-চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মিজানুর রহমান কিরনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এশিয়ান সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ এডুকেশনের নির্বাহী সচিব অধ্যাপক ড. তারিক আহসান, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক তৌহিদুল হক, আব্দুল্লাহ মাহমুদ, মো. মজিবুর রহমান, মুনিরুজ্জামান, হাসানুল হক বান্না, জাবের উবায়েদ, ইখতিয়ারুল আরেফিন ও মাহবুব শাকিল।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করায় ফিজিক্যালি-চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের এখন আমরা আর প্রতিবন্ধী মনে করি না। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে প্রতিবন্ধীদের সমস্যার সমাধান হচ্ছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে তাদের সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ১৭৫৮৪৯২৪১৫